বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-৭)
''

২০১১ সালের অগাষ্টে শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী, শাইখ জাওলানীকে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন।
.
আলজাজীরার সাংবাদিক আবু মানসুর-এর প্রশ্নোত্তরে জাওলানী বলেন, যখন বাগদাদী আমাকে সিরিয়া প্রেরণ করেন তখন আমার থেকে আনুগত্যের বাই'আত গ্রহণ করেন। বাই'আত দেয়ার পূর্বে আমি জানতে চেয়েছি জাওয়াহিরীর (আল-কায়দার প্রধানের) নিকট তার বাই'আত আছে কি না। তখন বাগদাদী বলেন ''আমার গলায় জাওয়াহিরীর বাই'আত ঝুলানো আছে'' । জাওলানী বলেন, জাওয়াহিরীর নিকট বাগদাদীর বাই'আতের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর আমি বাগদাদীকে বাই'আত দেই। বিস্তারিত জানতে উটিউবে সার্চ দিন '' بلا حدود لقاء امير جبهة النصرة ابو محمد الجولاني. الحلقة الثانية.
.
জাওলানীর বাই'আতের বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক লেখালেখি হয়েছে। অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আমি সংক্ষেপে এতটুক-ই বলবো যে, যিনি বাই'আত দিয়েছিলেন তিনিই ভালো জানেন যে, খিলাফার বাই'আত দিয়েছেন না কি আনুগত্য বা ছোট বাই'আত দিয়েছেন। অতএব আপনি-আমি সুদূর বাংলায় বসে বিতর্ক না করে, বরং যিনি বাই'আত দিয়েছেন তার কথা মেনে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
.
জাওলানীর নেতৃত্বে একটি দল সিরিয়ার মাটিতে পা রাখে (সম্ভব তারা সংখ্যায় সাত জন ছিলেন)। তারা সকলে জাতিগত ভাবে সিরিয়ান। বিভিন্ন দেশে জিহাদ করার অভিজ্ঞতা তাদের ছিলো। দলটির নাম আন-নুসরা ফ্রোন্ট । ''নুসরা'' শব্দটি আরবী। যার অর্থ সাহায্য। ''জাবহাত'' অর্থ ফ্রন্ট। দাউলাতুল ইরাকের পক্ষ থেকে নির্যাতিত সিরিয়াবাসীর জন্য দলটি সাহায্য হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলো। তাই দলটির নাম ''নুসরা'' রাখা হয়।
.
সিরিয়ার মাটিতে নুসরা নিজেকে আল-কায়না ইন সিরিয়া বলে পরিচয় দিতে থাকে। হাজার হাজার মুসলিম যুবক নুসরাকে বাই'আত দেয়। নুসরার এক মুজাহীদ, ভাই আব্দুল্লাহ। যিনি আমাকে বিভিন্ন অডিও-ভিডিও তথ্য দিয়ে সাহায্য করে ছেন। যিনি নুসরা ও দাউলাতুল ইরাকের বিভিন্ন মিটিং ও সভায় অডিও-ভিডিও রেকোর্ড করার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন 'ইরাক থেকে আগত এই দলটিকে যখন আমরা বাই'আত দিচ্ছিলাম, তখন তাদের প্রশ্ন করতাম, কসম করে বলো তোমরা কি আল-কায়দা? তখন তারা বিভিন্ন ভাবে কছম করে বলতো, আমরা আল-কায়দা ইন ইরাক থেকে শামে প্রেরিত হয়েছি (শেষ)।
.
খুব স্বল্প সময়ে আন-নুসরার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাশার সরকারের বিরুদ্ধে নুসরা সবচেয়ে কার্যকরী গ্রূপে পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার মুহাজিরীন নুসরায় যোগ দিতে থাকে। খলিজ, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরোক্কো, তিউনিশিয়া,কাজাখস্থান,আফগানিস্তান, ককেসাস এবং উরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মুহাজিরীনরা নুসরার নেতৃত্বে শামের জিহাদে অংশ নেয়। আল-কায়দার বিদেশী যোদ্ধা সংগ্রহের খাতগুলো থেকে মুহাজিরিনদের শামে পাঠানো হয়।
.
দিনে দিনে নুসরার সৈন্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। একে একে সিরিয়ান শহরগুলো নুসরার অধীনে আসতে থাকে। একসময় নুসরার সৈন্য সংখ্যা এবং অধিকৃত এলাকার আয়তন, দাউলাতুল ইরাকের দ্বিগুন হয়ে যায়।

সিরিয়াবাসীর আগামীর স্বপ্নের সাথে নুসরা মিশে যায়। ২০১২ সালে যখন আমেরিকা নুসরাকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করে, তখন লাখ লাখ সিরিয়াবাসী নুসরার পক্ষে মিছিল বের করে ছিলো।

.

সিরিয়া জিহাদ নিয়ে মিডিয়ার প্রপাগাণ্ডা।

-কোথাও যদি আগুন লাগে, তখন সেখানে আপনি তিন শ্রেণীর মানুষকে দেখতে পাবেন। এক শ্রেণী আগুন নিভাতে যাবে। দ্বিতীয় শ্রেণী চুরি করতে যাবে। তৃতীয় শ্রেণী তামাশা দেখতে যাবে।

.

সিরিয়ায় যখন যুদ্ধের আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলতে শুরু করে, তখন কিছু লোক নির্যাতিত মানুষের পক্ষে লড়াই কারার জন্য যায়। কিছু লোক অস্ত্র বিক্রি বা এক শত্রু দিয়ে আরেক শত্রু দমন করার মত স্বার্থোদ্ধার করে। কিছু লোক দূরে বসে সিরিয়া জিহাদ নিয়ে হাতে তালি আর গালাগালি করায় ব্যস্ত হয়ে পরে।

.

"সিরিয়ার জিহাদীরা ইজরাইল থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে"।

-উপোরের কথাটি আমি অস্বীকার করি না। তবে আমাদের দেখা উচিত ইজরাইল কাদের চিকিৎসা দিয়ে ছিলো। আমি যতটুকু জানি, ২০১২ সালে ফ্রি সিরিয়ান আর্মীর (সিরিয়ার একটি গণতন্ত্রপন্থী গ্রুপের) কিছু আহত সৈন্যকে ইজরাইল চিকিৎসা দিয়ে ছিলো। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া যদি সিরিয়ায় অস্ত্র ব্যবসা করতে পারে তাহলে ইজরাইল চিকিৎসা ব্যবসা করতে দোষ কিসের।

ইজরাইলের সামনে দু'টি শত্রু। উদীয়মান জিহাদী গ্রুপ, বাশার আল-আসাদ। ইজরাইল চিন্তা করলো, সুন্নীদের দ্বারা যদি বাশারকে পরাস্থ করা যায়, তাহলে আমার অন্তত একটা শত্রু কমবে।

ব্যরেল বোমার আগুনে যার শরীর ঝলসে যায় সেই বুঝে যন্ত্রণা কাকে বলে। তখন রুটির চেয়ে চিকিৎসা বেশি প্রয়োজন, চিকিৎসক যে-ই হোক না কেন।

রাসূল সঃ অসংখ্য হাদীসে সিরিয়া যুদ্ধের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। অতএব মিডিয়ার প্রপাগান্ডা শুনে এই মহান যুদ্ধ থেকে মুখফিরিয়ে নেওয়া কিছুতেই যায়েজ হবে না।

.

"নিকাহ জিহাদ"

এই বিশেষ পদ্ধতির জিহাদ আমি যেমন বুঝি না, তেমন পাঠকও হয়তো বুঝেন না।

নিকাহ জিহাদ হয়ত শিয়াদের "মুতা বিবাহ"-এর মত কিছু হবে। অর্থাৎ কোন নারীর সাথে স্বল্প সময়ের জন্য সহবাসের চুক্তি করা। বিনিময়ের সাথেও হতে পারে। বিনিময় ছাড়াও হতে পারে।

সিরিয়া জিহাদের প্রতি মিডিয়ার সবচেয়ে বড় আঘাত হলো এই নিকাহ জিহাদের নাটক। সিরিয়ার কয়েক জন ভাইকে নিকাহ জিহাদ নিয়ে প্রশ্ন করে ছিলাম। তারা বিষয়টি অস্বীকার করেন।

নিকাহ জিহাদ নাটকের মূল উৎস হলো, তিউনিসের এক শিয়া ঘেঁসা মুফতী ফতুওয়া দেন "মুসলিম নারীদের উচিত সিরিয়ায় তাদের মুহাজিরীন ভাইদের যৌনসঙ্গ দেওয়া। এভাবে মুসলিম নারীরা সিরিয়া জিহাদে অংশ গ্রহণের সোওয়াব পাবে"। এই ফতুওয়া শুনার পর, তিউনিসের কিছু নারী সিরিয়া চলে যায়। এবং মুহাজির মুজাহিদীনের সাথে স্থায়ী বিবাহে আবদ্ধ হয়। এই নারীদের সংখ্যা খুব-ই কম। বরোজোড় বিশ জন। মিডিয়া এই স্বাভাবিক বিবাহ পদ্ধতিকে "নিকাহ জিহাদ" নামে প্রচার করে।

.

জাবহাত আন-নুসরার বর্ধমান সামরিক শক্তি দাউলাতুল ইরাককে ভাবিয়ে তুলে। হুজ্জী বকর এবং শাইখ বাগদাদী নুসরাকে দাউলাতুল ইরাকের জন্য হুকমি মনে করেন। কারণ নুসরার সাথে দাউলার তেমন মজবুত বন্ধন নেই। নুসরার নেতৃত্বে দাউলার ঘনিষ্ঠ কোনো ইরাকীও নেই।
এদিকে আমেরিকা নুসরাকে সিরিয়ার অন্যান্য গ্রুপগুলোর সাথে জোট বাহিনী গঠনের জন্য আহ্বান করছে। যদি নুসরা তা করে, তাহলে দাউলাতুল ইরাক নুসরার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে। [আমেরিকার ডাকে সাড়া না দেয়ার কারনে নুসরাকে সন্ত্রাসি তালিকাভুক্ত করা হয়]